বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থার অর্থায়ন

বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছে। এসকল সহযোগিতা মূলত: রেলওয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন/পুনর্বাসন, রোলিংস্টক ক্রয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। যে সকল উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা রেলওয়েতে অর্থায়ন করেছে (অর্থের পরিমাণসহ) তাদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১। ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইন - ১৩টি প্রকল্প - ৬৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
২। এডিবি - ৭টি প্রকল্প - ২৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
৩। ইডিসিএফ - ১টি প্রকল্প - ২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
৪। জাইকা - ৫টি প্রকল্প - ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

তাছাড়া এডিবি রেলওয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানে সম্মত হয়েছে।

ভারতের অর্থায়নে ১২০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক এমপি এবং ভারতীয় হাই কমিশনার পঙ্কজ শরণ।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	ভৌত অগ্রগতি জুন-২০১৪ পর্যন্ত	সর্বশেষ অগ্রগতি
১	১টি বিজি ও এমজি মিক্সড আন্ডার ফ্লোর হুইল লেদ মেশিন সংগ্রহ। ০১-০৭-২০০৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৪	২০.৩৩	১০০ (%)	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
২	খুলনা রেলওয়ে স্টেশন ও ইয়ার্ড রিমডেলিং এবং বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনের অপারেশনাল সুবিধাদির উন্নয়ন। ০১-০৭-২০০৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	৭৫.৭৮	২২.৩৫ (%)	প্রকল্পের মূল কাজের ক্রয় সংক্রান্ত প্রস্তাব গত ০৪/০৩/২০১৫ তারিখে সিসিজিপি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে NOA জারী করা হয়েছে। শীঘ্রই চুক্তি পত্র স্বাক্ষরিত হবে।
৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশন সমূহের পুনর্বাসন (পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ। (০১.০৭.২০০৯ হতে ৩১.১২.২০১৫)	১৪৯.৮৭	৮৭.০০ %	প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।
৪	২০০ টি এমজি এবং ৬০টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ী পুর্নবাসন। (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৪)	১২১.১৩	১০০ %	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশনের পুনর্বাসন। (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫)	১৮১.৬৪	৯০.৭৬ (%)	প্রকল্পটির ভৌত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।
৬	জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সেকশনের ১৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ। (১ম সংশোধিত) ০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	১০৭.৪৮	৭৫.৫১ (%)	প্রকল্পটির ভৌত কাজ ৭৫.৫১% সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।
৭	পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ পুনর্বাসন ও নির্মাণ। (১ম সংশোধিত) ০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	২৯২.১৬	৭৮.৫৪(%)	প্রকল্পটির ভৌত কাজ ৭৮.৫৪% সমাপ্ত হয়েছে।

	বাংলাদেশ রেলওয়ের দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত মিটারগেজ সিংগেল লাইন রেলওয়ে ট্র্যাক নির্মাণ। ০১-০৭-১০ থেকে ৩০-০৬-১৬			"টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট ফর সাব-রিজিওনাল রেল ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের আওতায় মিটারগেজ রেললাইনের পরিবর্তে ডুয়েলগেজ রেললাইনের সংস্থান রেখে Updating Feasibility Study, Detail Design and Tendering Service এর কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পরিবর্তিত Scope অনুযায়ী সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান আছে।
	বাংলাদেশ রেলওয়ের কালুখালী-ভাটিয়াপড়া সেকশনের পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ। ০১-১০-২০১০ থেকে ৩০-৬-২০১৫			কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন পুনর্বাসন শেষে ইতোমধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া কাশিয়ানি-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া সেকশনের কাজ চলমান রয়েছে। মার্চ' ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৬৬.৬৩%। প্রকল্পের আরডিপিপির ওপর গত ১৮-১২-২০১৪ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আরডিপিপি ২৫-০২-২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক আরডিপিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন।
	ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ। ০১-১০-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৬			প্রকল্পের আওতায় মাঝগ্রাম হতে পাবনা পর্যন্ত স্টেশন বিল্ডিং সহ অন্যান্য বিল্ডিং ও পূর্ত স্থাপনা নির্মাণ সংক্রান্ত প্রস্তাব ইতোমধ্যে CCGP তে প্রেরণ করা হয়েছে। ক্রয় সংক্রান্ত প্রস্তাব গত ০৪/০৩/২০১৫ তারিখে সিসিজিপি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। শীঘ্রই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবে। ট্র্যাকের দরপত্রটি ১৫/০১/২০১৫ তারিখে আহ্বান করা হয় এবং ১৬/০২/২০১৫ তারিখে খোলা হয়েছে, মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
	বাংলাদেশ রেলওয়ের লাকসাম-চাঁদপুর সেকশনের পুনর্বাসন। ০১-১০-২০১০ থেকে ৩০-৬-২০১৫			ভৌত কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা হয়েছে এবং বর্তমানে ২২কিঃমিঃ ট্র্যাক লিংকিং সম্পন্ন করা হয়েছে।
	বাংলাদেশ রেলওয়ের ষোলশহর-দোহাজারী এবং ফতেয়াবাদ-নাজিরহাট সেকশনের পুনর্বাসন। ০১-১০-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৫			চট্টগ্রাম থেকে দোহাজারী পর্যন্ত বিদ্যমান ৪৭.০৪ কিঃ মিঃ রেললাইনের মধ্যে ষোলশহর-দোহাজারী সেকশনের ৪০.৬০ কিঃ মিঃ জরাজীর্ণ রেললাইন পুনর্বাসনের কাজ "বাংলাদেশ রেলওয়ের ফতেয়াবাদ-নাজিরহাট এবং ষোলশহর-দোহাজারী সেকশন পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চলমান আছে।

১৩	রেলওয়ের জন্য ২০ সেট (তিন ইউনিট এক সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ। (১ম সংশোধিত) ০১-০১-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	৬৮৬.৫৯	১০০(%)	প্রকল্পটি ২০ সেট (তিন ইউনিটে এক সেট) ডিইএমইউ সরবরাহ পাওয়া গিয়াছে। ২০১০৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।
১৪	নাজিরহাট হতে পানুয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে লাইন নির্মাণের সমীক্ষা। ০১-০৪-২০১১ থেকে ২৯-০২-২০১২	১.৯৯		
১৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭০টি মিটার গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগহ প্রকল্প,	১৯৪৫.৮৯	০.০০(%)	সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় ৭০টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রথমবার আহবানকৃত দরপত্র বাতিল হওয়ায় প্রকল্পটির বিপরীতে গত ২২-১২-২০১৪ তারিখে পুনঃ দরপত্র আহ্বান করা হয়। আগামী ২০-০৪-২০১৫ তারিখে দরপত্র খোলা হবে।
১৬	নাভারন হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। ০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	১১.৩৭	৩৫.৪০(%)	প্রকল্পটির এলাইনমেন্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজও ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সমীক্ষা প্রকল্পের Final Report ডিসেম্বর'২০১৪ তে দাখিল করা হয়েছে। পরামর্শকের রিপোর্টের ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে এবং সরকারি বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে।
১৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের চিনকী আস্তানা আশুগঞ্জ সেকশনের ক্ষয়প্রাপ্ত রেল সম্পূর্ণ নবায়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। ০১-০৭-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	২৯৭.৩৬	৩৭.০০(%)	প্রকল্পটির ভৌত কাজ ৩৭% সম্পন্ন হয়েছে।
১৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় এবং কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তর-১৩৯কিঃ ডিজি + ৯কিঃ বিজি। ০১-০২-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	১০৬৪.১৫	৮৫.৯০(%)	পার্বতীপুর-কাঞ্চন-বিরল ও কাঞ্চন-ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পের রেল ওয়েল্ডিং ও গ্রাইন্ডিং কাজ শেষ হয়েছে। উক্ত সেকশনে মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে মোট ১৪৬.২৪৪ কিঃ মিঃ ট্র্যাক লিংকিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ চলমান।
	ময়মনসিংহ-জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সেকশনের পুনর্বাসন। ০১-০৩-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৪	১৭১.৬৮	১০০(%)	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

২০	সৈয়দপুর রেলওয়ে ওর্য়াকসপ আধুনিকীকরণ। ০১-০১-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	১৫৭.০০	৮৫.০০ (%)	প্রকল্পটির কার্যাবলী ৫টি প্যাকেজে বিভক্ত। ইতোমধ্যে প্যাকেজ নং ডব্লিউডি-১ (ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস), ডব্লিউডি-২ এবং ডব্লিউডি-৩ (ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস) এর কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট প্যাকেজের কাজগুলো চলমান রয়েছে।
২১	দুর্ঘটনায় রিলিফ ট্রেন হিসাবে ব্যবহারের জন্য ৬০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১ টি এম জি এবং ৮০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১ টি বিজি ক্রেন সংগ্রহ। ১৫-০৩-২০০৯ থেকে ৩০-০৯-২০১৩	১১৭.৩১	১০০ (%)	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
২২	বাংলাদেশ রেলওয়ের সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।	২৩৫১.৫৮		
	১) সিগন্যালিংসহ টঙ্গী-ভৈরব বাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ।০১-০৭-২০০৬ থেকে ৩১-০৬-২০১৬	২২১২.৬১	৮০.০০ (%)	প্রকল্পটি ইতোমধ্যে ৬০ কিঃমিঃ ট্র্যাক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সিগন্যালিংসহ অন্যান্য কাজ চলমান।
	২) বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার। ০১-০৭-২০০৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	৩১৪.৮২	৮১.৩২(%)	প্রয়োজনীয় জনবলের কাঠামো তৈরির ব্যাপারে রিফর্ম প্রকল্পের মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PWC কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ২৩-৩-২০১৫ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PWC আগামী ২০-৪-২০১৫ তারিখের মধ্যে জনবল নির্ধারণ প্রতিবেদন বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পেশ করবে।
২৩	এডিবি'র সেকেন্ড পিএফআর-এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সেক্টর উন্নয়ন	৩৯৯.০০		
	ক) দর্শনা-ঈশ্বরদী-সিরাজগঞ্জ সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের ইয়ার্ড পুনর্বাসন এবং লুপ লাইন বর্ধিতকরণ ০১-০৭-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	৭৬.৭৭	১৪.১২(%)	প্রকল্পের ভৌত কাজ ১৪.১২% সম্পন্ন হয়েছে।
	খ) দর্শনা-ঈশ্বরদী সেকশনের ১১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়ন। ০১-০৭-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	১৭৬.০৪	৬.০০(%)	১১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য চুক্তিপত্র ৫ জুন, ২০১৪ তারিখে কার্যকরী হয়েছে। সিগন্যালিং-এর কাজ চলমান।
	গ) এডিবি'র সেকেন্ড পিএফআর-এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সেক্টর উন্নয়ন প্রকল্পের সুপারভিশন পরামর্শক সেবার জন্য কারিগরি সহায়তা। ০১-০৭-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৬	৩১.৪৬	৫.০০(%)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কতিপয় পার্সোনেলের রিপ্লেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রস্তাব পাওয়া গেছে, গত ২৮/০১/২০১৫ তারিখে এডিবির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এডিবি'র সম্মতি পাওয়া গেলে এ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা রেলভবনের টিইসি বরাবরে প্রেরণ করা হবে।

২৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের ১০০টি মিটারগেজ ও ৫০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী গাড়ি সংগ্রহ। ০১-০৪-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৭	১১৩০.২৭		গত ২৭/১১/২০১৪ তারিখে প্রকল্পের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিপত্রের বিপরীতে ১৫/১২/২০১৪ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে।
২৫	ঢাকা- চট্টগ্রাম রেলপথ উন্নয়ন প্রকল্প।	২৫৭৪.৮৭		
	১। পাহাড়তলী ওয়ার্কসপ উন্নয়ন। ০১-০৭-২০০৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৭	২১৭.৮৯		আরডিপিপি গত ২০-০১-২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ১২-৩-২০১৫ তারিখে তিনটি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আগামী ৩০-৪-২০১৫ তারিখে ২টি এবং ১৪-৫-২০১৫ তারিখে ১টি দরপত্র খোলা হবে।
	২) ১১ টি মিটার গেজ লোকোমোটিভ সংগ্রহ। ০১-০৭-২০০৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৬	৪৮০.৭৩	১০০%	১১ টি এমজি লোকোমোটিভ ইতোমধ্যে সরবরাহ পাওয়া গেছে।
	৩) কনসালটেন্সী ইঞ্জিঃ সার্ভিসেস ফর ঢাকা- চট্টগ্রাম রেলওয়ে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। (১ম সংশোধিত) ০১-০৭-২০০৭ থেকে ৩১-১২-২০১৬	১৭০.৯১	ইন্টার ৩৪৪.৩৫ ডোম ৭৯৮.৮৪ সাপ-২৫০.৫৪	এ প্রকল্পের আওতায় ২টি প্রকল্পের সুপারভিশন কনসালটেন্সী কাজ চলমান আছে।
	৪) লাকসাম এবং চিনকী-আস্তানার মধ্যে ডাবল লাইন ট্র্যাক নির্মাণ। (১ম সংশোধিত) ০১-০৭-২০০৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৬	১৭৪৮.৬৮	৮৪.০০ (%)	প্রকল্পটির আওতায় ইতোমধ্যে ৬১ কিঃমিঃ ট্র্যাক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
	৫) চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন ইয়ার্ড রি-মডেলিং। ০১-০৭-২০০৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	২৬২.১৭	৬৪.০০(%)	প্রকল্পটির ৬৪% ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।
২৬	রপ্তানী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। ০১-০৭-০৯ থেকে ৩০-০৬-১৩	১১৪০.৪৩		অর্থায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

২৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের পুর্বাঞ্চলের চিনকী আস্তানা-চট্টগ্রাম সেকশনের ১১টি স্টেশনে বিদ্যমান সিগন্যালিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ। ০১-০১-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	২২৪.৬৮	২.০০ (%)	দরপত্র গত ২২ মার্চ ২০১০৫ তারিখে আহ্বান করা হয়েছে এবং ১১ মে, ২০১৫ তারিখে দরপত্র খোলা হবে।
২৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৬৫টি বিজি বগি ওয়েল ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি বিজি বগি ব্রেক ভ্যান (পূর্বের ১৮০টি বিজি বগি ওয়েল ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি বিজি বগি ব্রেক ভ্যান) সংগ্রহ। ০১-০৮-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	১৯৫.৪১	১০০ (%)	প্রকল্পটির আওতায় ১৬৫টি বিজি বগি ওয়েল ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি বিজি বগি ব্রেক ভ্যান সরবরাহ পাওয়া গেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।
২৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১২৫টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ। ০১-০৮-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৩	৩৫৩.২৫		প্রকল্পটি এডিপি'র বইয়ের তালিকা হতে বাদ দেয়ার লক্ষে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৩০	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য "১০টি ব্রড গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) ০১-০৮-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	৩২৭.৫২	১০০ (%)	১০ টি বিজি লোকোমোটিভ ইতোমধ্যে সরবরাহ পাওয়া গেছে। ২০১৪ সালে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
৩১	কন্টেইনার পরিবহনের জন্য এয়ার ব্রেক সম্বলিত ৫০টি ফ্ল্যাট ওয়াগন (বিএফসিটি) ও ৫টি এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। (১ম সংশোধিত) ০১-০৮-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৪	৩৬.৭৯	১০০ (%)	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
৩২	বাংলাদেশ রেলওয়ের রেলওয়ে এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ।০১-০৮-২০১০ থেকে ৩১-১২-২০১৬	৯৫৯.২০	৪.৫০ (%)	১০.০৯.২০১৩ তারিখে ২য় ভৈরব সেতু এবং ২৬.০৯.২০১৩ তারিখে ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে উভয় সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
৩৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৫০টি এমজি কোচ সংগ্রহ। ০১-১২-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১২	৫৫৬.৩১		
৩৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ। ০১-০৭-২০১২ থেকে ৩১-১২-২০১৬	১১০৬.৮০	০.০০ (%)	গত ১৪.১০.২০১৪ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে আহ্বানকৃত RFP এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন চলছে। Contract Negotiation Meeting ০১-০৪-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

৩৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৫০টি এমজি কোচ সংগ্রহ। ০১-১২-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১২	৫৫৬.৩১		প্রকল্পটি আগামী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এডিপি'র প্রকল্প তালিকা হতে বাদ দেয়ার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
৩৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ। ০১-০৭-২০১২ থেকে ৩১-১২-২০১৬	১১০৬.৮০	০.০০ (%)	গত ১৪.১০.২০১৪ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে আহ্বানকৃত RFP এর চূড়ান্ত মূল্যায়ণ চলছে। Contract Negotiation Meeting ০১-০৪-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।
৩৫	ফিজিবিলিটি স্টাডিসহ খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ। ৩১-১২-২০১০ থেকে ৩১-১২-২০১৪	১৭২১.৩৯	০.৬৮ (%)	খুলনা হতে মংলা বন্দর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পের সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইনের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২ টি (WD1 ও WD2) প্যাকেজের জন্য পিকিউ আহবান করে যথাক্রমে ৪ টি ও ৭ টি ভারতীয় নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে বাছাই করা হয়েছে। গত ০৭-১২-২০১৪ তারিখে উক্ত ২টি (WD1 ও WD2) প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়। ১৬-০২-২০১৫ তারিখে WD2 প্যাকেজের দরপত্র খোলা হয়েছে। বর্তমানে এই প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন। গত ১৬-০৩-২০১৫ তারিখে WD1 প্যাকেজের দরপত্র খোলা হয়েছে এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
৩৬	কনটেইনার পরিবহণের জন্য ১৭০টি এমজি ফ্ল্যাট বগি ওয়াগন এবং ১১টি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। ২০-১২-২০১০ থেকে ৩১-১২-২০১৪	১১৪.৯৬	১০০%	প্রকল্পটির ১৭০ টি এমজি ফ্ল্যাট বগি ওয়াগন ও ১১টি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সমাপ্ত হবে।
৩৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২৬৪টি এমজি কোচ ও ২টি বিজি ইন্সপেকশন কার সংগ্রহ। ২০-১০-২০১০ থেকে ৩১-১২-২০১২	৯৮৩.২৫		ADB country Programming Mission $200 million দিতে সম্মত হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৩৮	৩০টি ব্রড গেজ (সংশোধিত ১৬টি) ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ।০১-১২-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৬	৫৫০.০৭	১০০%	১৬টি বিজি লোকোমোটিভ সরবরাহ পাওয়া গিয়াছে।

৩৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১০ সেট (তিন ইউনিটে এক সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ। ০১-১২-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৩	৩৩১.৩২		প্রকল্পটি এডিপি'র বইয়ের তালিকা হতে বাদ দেয়ার লক্ষ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের প্রেরণের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪০	বিমানের জ্বালানী পরিবহনের জন্য এমজি বগি ট্যাংক ওয়াগন এবং এয়ারব্রেক সম্বলিত এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। ০১-১২-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	৮৬.১২	৮৪ নং	ইতোমধ্যে ৮১টি এমপি বগি ট্যাঙ্ক ওয়াগন ও ৩টি ব্রেক ভ্যান সরবরাহ পাওয়া গেছে। প্রকল্পটি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সমাপ্ত হবে।
৪১	বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন। ৩০-৬-২১১ থেকে ৩১-১২-২০১২	১১৭.৬৯		ইতোমধ্যে কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পটির আরডিপিপি গত ৩১-১২-২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ০২-০২-২০১৫ তারিখে পিইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮-৩-২০১৫ তারিখে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণীর আলোকে আরডিপিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন।
৪২	বাংলাদেশ রেলওয়ের আশুগঞ্জ-আখাউড়া সেকশনের ৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ। ০১/০৯/১৩-৩০/০৬/১৬	৩৯.৭৮		প্রকল্পের আওতায় আহ্বানকৃত টেন্ডার মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার জন্য কারিগরি সহায়তা (এডিবি) ০১-০৭-২০০৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	১৫.৩৭		এডিবি'র অর্থায়নে প্রকল্পের কাজ চলমান।
৪৪	বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প সমূহের সম্ভাব্যতার সমীক্ষা, সেফগার্ড পলিসি সমীক্ষা, বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ও টেন্ডারিং সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা। (বিশ্ব ব্যাংক) ০১-০৫-২০০৮ থেকে ৩১-০৮-২০১১	১৩.৮২		প্রকল্পের অনুকূলে উন্নয়ন সহযোগীর নিকট হতে অর্থায়ন প্রাপ্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

৪৫	বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে "রপ্তানী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তুতির জন্য কারিগরী সহায়তা। বিশ্ব ব্যাংক ০১-০৭-২০০৮ থেকে ৩০-০৬-২০১২	১১.০২		প্রকল্পের অনুকূলে উন্নয়ন সহযোগীর নিকট হতে অর্থায়ন প্রাপ্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
৪৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের সাব-রিজিওনাল রেল ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প প্রিপারেটরী সহয়তার জন্য কারিগরী সহায়তা। এডিবি ০১-০১-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৫	১৩৮.২০	৭৮.০০ (%)	দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন ও পদ্মা সংযোগ রেললাইন নির্মাণসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের ৭টি প্রকল্পে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে একটি সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় ৩টি প্রকল্পের সমীক্ষা, বিশদ ডিজাইন ও টেন্ডারিং সেবা এবং ৪টি প্রকল্পের শুধুমাত্র সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্বতীপুর-পঞ্চগড় সেকশনে ডুয়েলগেজ রূপান্তর
কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন (৩১ জানুয়ারি ২০১৩)

বর্তমান সরকারের আমলে অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে পরিকল্পনা অনুযায়ী রেলপথ সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর হতে এ যাবৎ প্রায় ১৮৩১০.৭৬৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নিম্নোক্ত ৩৮টি নতুন প্রকল্প এবং ৭৭০২.৩৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬টি সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন করে ঃ

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে এ যাবৎ বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ ঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্পের মেয়াদ)	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	পরিমাণ (কিঃমিঃ/সংখ্যা)	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়		
				জিওবি	পিএ	মোট
১	বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্তে লোড মনিটরিং ডিভাইস সরবরাহ ও স্থাপন। (০১-০১-০৯ হতে ৩১-১২-১০)	২৫-০১-২০০৯	২টি লোড মনিটরিং ডিভাইস	৮৮৮.৪০	০.০০	৮৮৮.৪০
২	বাংলাদেশ রেলওয়ের ময়মনসিংহ-জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সেকশন পুনর্বাসন। (০১-০৩-০৯ হতে ৩০-০৬-১২)	১৫-০৪-২০০৯	(৮৭.৪৪ মেইন লাইন+ ১৭.৪০ লুপ লাইন)= ১০৪.৮৪ কিঃমিঃ	২১২৯৭.৮৭	০.০০	২১২৯৭.৮৭
৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় ও কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তর (০১-০২-০৯ হতে ৩০-০৬-১৩)	১৫-০৪-২০০৯	(১৪৮ মেইন লাইন+ ১৮.১০ লুপ লাইন)= ১৬৬.১০ কিঃমিঃ	৯৮১৭৯.৮৫	০.০০	৯৮১৭৯.৮৫
৪	সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপ আধুনিকীকরণ। (০১-০৩-০৯ হতে ৩০-০৬-১৩)	২৮-০৪-২০০৯	১টি ওয়ার্কশপ	১২২২২.০০	০.০০	১২২২২.০০
৫	দুর্ঘটনা রিলিফ ট্রেনের জন্য ৬০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি এমজি এবং ৮০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি বিজি ক্রেন সংগ্রহ। (১৫-০৩-০৯ হতে ৩০-০৯-১২)	২৮-০৪-২০০৯	২টি ক্রেন	১০৭১৫.৭০	০.০০	১০৭১৫.৭০
৬	২০০টি এমজি ও ৬০টি বিজি যাত্রিবাহী গাড়ী পুনর্বাসন (০১-০৭-০৯ হতে ৩০-০৬-১৩)	২৮-০৪-২০০৯	২৬০টি কোচ	১২২২৬.০০	০.০০	১২২২৬.০০
৭	রপ্তানী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (০১-০৭-০৯ হতে ৩১-১২-১৩)	১৬-০৬-২০০৯	১টি আইসিডি, ১০টি লোকোমোটিভ ও ১০২টি ফ্লাট ওয়াগন	২৮৯৮০.৪৩	৮৫০৬২.৯২	১১৪০৪৩.৩৫
৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশনের পুনর্বাসন। (০১-০১-১০ হতে ৩১-১২-১২)	৭/১/২০১০	(৫২.২০ মেইন লাইন+ ৭.২০ লুপ লাইন)= ৫৯.৪০ কিঃমিঃ	১৮৫০৯.৩৫	০.০০	১৮৫০৯.৩৫
৯	জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সেকশনের ১৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ (০১-০৭-১০ হতে ৩০-০৬-১৩)	৪/৫/২০১০	১৩টি স্টেশন	১১৩৬২.৫৪	০.০০	১১৩৬২.৫৪
১০	দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন মিটারগেজ রেলওয়ে ট্র্যাক নির্মাণ। (০১-০৭-১০ হতে ৩১-১২-১৩)	৬-৭-২০১০	(১২৮ মেইন লাইন+ ২৬.১৪ লুপ লাইন)= ১৫৪.১৪ কিঃমিঃ	৬৭০০৬.৫২	১১৮২২.৩৫	১৮৫২৩৪.৯৭
১১	পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ পুনর্বাসন ও নির্মাণ। (০১-০৭-১০ হতে ৩০-০৬-১৩)	১৭-০৮-২০১০	(৬০.১০ মেইন লাইন+ ৭.১৬ লুপ লাইন)= ৬৭.২৬ কিঃমিঃ	২৬৭৪৭.৩৫	০.০০	২৬৭৪৭.৩৫
১২	১০টি ব্রডগেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ (০১-০৮-১০ হতে ৩০-০৬-১৩)	০৯-০৯-২০১০	১০টি	৬০১৩.৩৯	১৪৮৪৭.৫৩	২০৮৬০.৯২
১৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১২৫টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ। (০১-০৮-১০ হতে ৩০-০৬-১৩)	০৯-০৯-২০১০	১২৫টি	১০৮১৩.৪৭	২৪৫১১.৮৫	৩৫৩২৫.৩২
১৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৮০টি ব্রডগেজ বগি ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি ব্রডগেজ বগি ব্রেকভ্যান সংগ্রহ। (০১-০৮-১০ হতে ৩০-০৬-১৩)	০৯-০৯-২০১০	১৮০+৬টি	৫৬৯৫.৯০	১২১২৩.১০	১৭৮১৯.০০
১৫	কন্টেইনার পরিবহনের জন্য ৫০টি মিটারগেজ ফ্ল্যাট ওয়াগন এবং এয়ারব্রেক সম্বলিত ৫টি মিটারগেজ ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। (০১-০৮-১০ হতে ৩১-১২-১২)	০৯-০৯-২০১০	৫০+৫টি	১১১৫.০০	২০২৩.০০	৩১৩৮.০০
১৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশনের পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ। (০১-১০-১০ হতে ৩০-০৬-১৩)	৫-১০-২০১০	(১৩৫.২৫ মেইন লাইন+ ১৩ লুপ লাইন)= ১৪৮.২৫ কিঃমিঃ	১১০১৩২.৮০	০.০০	১১০১৩২.৮০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্পের মেয়াদ)	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	পরিমাণ (কিঃমিঃ/সংখ্যা)	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়		
				জিওবি	পিএ	মোট
১৭	ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন রেল লাইন নির্মাণ। (০১-১০-১০ হতে ৩০-০৬-১৩)	৫-১০-২০১০	(৭৮.৪০ মেইন লাইন+ ১০.৮৭ লুপ লাইন)= ৮৯.২৭ কিঃমিঃ	৯৮২৮৬.৫৬	০.০০	৯৮২৮৬.৫৬
১৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের লাকসাম-চাঁদপুর সেকশনের পুনর্বাসন। (০১-০১-১১ হতে ৩০-০৬-১৫)	২-১১-২০১০	(৫১.১২ মেইন লাইন+ ৩.৮৯ লুপ লাইন)= ৫৫.০১ কিঃমিঃ	১৬৮৬৭.৪৩	০.০০	১৬৮৬৭.৪৩
১৯	রেলওয়ে এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ। (০১-১১-১০ হতে ৩০-০৬-১৪)	৯-১১-২০১০	২টি সেতু (৯০৯+২২০ মিটার) এবং (৪+২.২৫) = ৬.২৫ কিঃমিঃ এপ্রোচ	১৩৩০০.৪৯	৮২৬২০	৯৫৯২০.৪৯
২০	খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ। (৩১/১২/১০ হতে ৩১/১২/২০১৩)	২১-১২-২০১০	৫৩ কিঃমিঃ বিজি রেললাইন নির্মাণ	৫১৯০৮.২২	১২০২৩১.১৪	১৭২১৩৯.৩৬৯
২১	১৫০ এমজি যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ। (০১/১২/১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)	২১-১২-২০১০	১৫০টি এমজি কোচ	১৫৮৬৫.০২	৩৯৭৬৬.১৩	৫৫৬৩১.১৫
২২	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২৬৪টি এমজি কোচ ও ২টি বিজি ইন্সপেকশন কার সংগ্রহ। (০১/১২/১০ হতে ৩১/১২/২০১২)	২৮-১২-২০১০	২৬৪টি এমজি কোচ ও ২টি বিজি ইন্সপেকশন কার	২৯৪৮৩.৩	৬৮৮৪১.৫	৯৮৩২৪.৮০
২৩	কনটেইনার পরিবহনের জন্য ১৭০টি এমজি ফ্ল্যাট বগি ওয়াগন এবং ১১টি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২)	২৮-১২-২০১০	১৭০টি এমজি বিএফসিটি এবং ১১টি বগি ব্রেক ভ্যান	৩০৩৯.১২	৬২২১.৮৭	৯২৬০.৯৯
২৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের ফতেয়াবাদ-নাজিরহাট এবং ষোলশহর-দোহাজারী সেকশনের পুনর্বাসন। (০১-০৭-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	২৮-১২-২০১০	(৬০.৮০ মেইন লাইন+ ৬.৮০ লুপ লাইন)= ৬৭.৬০ কিঃমিঃ	২০৩৪৯.৭১	০.০০	২০৩৪৯.৭১
২৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৩০টি বিজি ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ। (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৪/১/২০১১	৩০টি বিজি ডিই লোকোমোটিভ	১৮২৭৪.৫	৪২৫০৫.০১	৬০৭৭৯.৫১
২৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১০ সেট (তিন ইউনিটে এক সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ। (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২)	৪/১/২০১১	১০ সেট ডিইএমইউ	১০০৪৬	২৩০৮৬.৪২	৩৩১৩২.৪২
২৭	বিমানের জ্বালানি পরিবহনের জন্য ১০০টি এমজি বগি ট্যাংক ওয়াগন এবং ৫টি এয়ারব্রেক সম্বলিত এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৪/১/২০১১	১০০ টি এমজি বগি ট্যাংক ওয়াগন এবং ৫টি এমজি ব্রেক ভ্যান	২৫২২.৪৭	৫১৮৫.০২	৭৭০৭.৪৯
২৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০ সেট (তিন ইউনিটে এক সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ। (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৪)	২৪-০২-২০১১	২০ সেট ডিইএমইউ	৬৫৪৪২.৯২	০.০০	৬৫৪৪২.৯২
২৯	নাজিরহাট হতে পানুয়া পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন নির্মাণের সমীক্ষা। (০১-০৪-২০১১ হতে ২৯-০২-২০১২)	১১/০৪/২০১১	সমীক্ষা পরিচালনা করা	১৯৮.৫৮	০.০০	১৯৮.৫৮
৩০	Technical Assistance for Sub Regional Rail Transport Project Preparatory Facility (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-১৩)	১১/০৪/২০১১	৭টি উপ-প্রকল্প	২৪৩৮.৪৫	৮৩১৯.৬২	১০৭৫৮.০৭
৩১	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭০টি মিটারগেজ (এমজি) ডিজেল ইলেকট্রিক (ডিই) লোকোমোটিভ সংগ্রহ। (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	২৩-০৮-২০১১	৭০টি	১৯৪৫৮৯.৪৮	০.০০	১৯৪৫৮৯.৪৮
৩২	বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন। (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-১২-২০১২)	১৩-৯-২০১১	৫১.৫৩ কিঃমিঃ	১১৭৬৮.৬১	০.০০	১১৭৬৮.৬১
৩৩	নাভারণ হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (০১-০৪-২০১১ হতে ২৯-০২-২০১২)	২৮-০৯-২০১১	সমীক্ষা পরিচালনা করা	১১৫৬.৯৬	০.০০	১১৫৬.৯৬
৩৪	এডিবি'র 2nd PFR এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সেক্টর উন্নয়ন প্রকল্প। (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	১৯-০৬-২০১২	লুপ লাইন সম্প্রসারণ, ১১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ কনসালটেন্সী।	৭৩১১.৬৯	৩২২৪০	৩৯৫৫১.৬৯

	প্রকল্পের নাম (প্রকল্পের মেয়াদ)	প্রকল্পের অনুমোদনের তারিখ	পরিমাণ (কিঃমিঃ/সংখ্যা)	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়		
				জিওবি	পিএ	মোট
৩৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের চিনকী আস্তানা-চট্টগ্রাম সেকশনে ১১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ। (০১-০৭-২০১২ হতে ৩১-১২-২০১৫)	২৮-৮-২০১২	পূর্বাঞ্চলের ১১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ।	৪৪২৮.০০	১৮০৪০.০০	২২৪৬৮.০০
৩৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনসমূহের পুনর্বাসন (পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ। (০১-০২-২০০৯ হতে ৩১-১২-১৩)	২২-১২-২০০৯	রেল ট্র্যাক পুনর্বাসন কাজ	৯৬২৮.২০	০.০০	৯৬২৮.২০
৩৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের সিগন্যালিংসহ ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ। (০১-০৭-২০১২ হতে ৩১-০৬-১৫)	১৩-১১-২০১২	ঢাকা-টঙ্গীর মধ্যে ৪৮.৫০ কিঃমিঃ ও টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ১২.২৮ কিঃমিঃ নতুন ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ	১৫২৭০.০২	৬৯৫৯০.১০	৮৪৮৬০.১২
৩৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের চিনকী আস্তানা-আশুগঞ্জ সেকশনের ক্ষয়প্রাপ্ত রেল সম্পূর্ণ নবায়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ (০১-০৭-২০১২ হতে ৩১-১২-১৪)	২০-১১-২০১২	ক্ষয়প্রাপ্ত রেল নবায়ন ও আনুসঙ্গিক কাজ	২৩৫৫১.০০	০.০০	২৩৫৫১.০০
মোট প্রকল্প ব্যয় ঃ				**১০৫৭৬৩৩.৩৯**	**৭৭৩৪৪৩.৫৬**	**১৮৩১০৭৬.৯৫**

শীতলক্ষ্যা নদীর উপর নতুন ২য় রেলওয়ে সেতু (৭৯ নং) নির্মাণ

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুমোদিত সংশোধিত প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্পের মেয়াদ)	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়		
			জিওবি	পিএ	মোট
১	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে লাইন পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৭ হতে ৩০-০৬-২০১১)	২০-১০-২০০৯	৪৩৪৩.২১	০.০০	৪৩৪৩.২১
২	জরুরি বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত পুনর্বাসন প্রকল্প, ২০০৭ (১ম সংশোধিত) (০১-১১-২০০৭ হতে ৩০-০৬-২০১০)	১৯-১১-২০০৯	৩৯৩৭.২৭	০.০০	৩৯৩৭.২৭
৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের গৌরীপুর-জারিয়া ঝাঞ্জাইল এবং শ্যামগঞ্জ-মোহনগঞ্জ সেকশনের পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)। (০১-০১-২০০৮ হতে ৩০-০৬-২০১২)	৯-১২-২০০৯	১৮০৯০.২২	০.০০	১৮০৯০.২২
৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য একটি বিজি ও এমজি মিক্সড আন্ডারফ্লোর হুইল লেদ মেশিন সংগ্রহ (১ম সংশোধিত) (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৪)	১৯-০১-২০১০	২০৩২.৬	০.০০	২০৩২.৬
৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৪৬টি (৪০টি এমজি ও ৬টি বিজি) ডি ই লোকোমোটিভ সংগ্রহ (২য় সংশোধিত)। (১৯৯৫-৯৬ হতে ৩০-০৬-২০১২)	২১-০১-২০১০	২৭৪৯৩.৬১	৬৬০৫৯.১৯	৯৩৫৫২.৮
৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের লালমনিরহাট-বুড়িমারী সেকশন পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)। (৩০-০৭-২০০৭ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	১৫-০৭-২০১০	১৭৪৭০.২৬	০.০০	১৭৪৭০.২৬
৭	সিগন্যালিংসহ টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। (০১-০৭-২০০৬ হতে ৩১-১২-২০১৪)	২১-০৬-২০১১	৬৩২০৩.৭	১৪০৪৭১.৯০	২০৩৬৭৫.৬
৮	চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন রি-মডেলিং (১ম সংশোধিত) ০১-০৭-২০০৮ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	৪-১০-২০১১	১৮৯৫২.২৩	৬২১৯.৭১	২৫১৭১.৯৪
৯	লাকসাম এবং চিনকী আস্তানার মধ্যে ডাবল লাইন ট্র্যাক নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৮ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	৪-১০-২০১১	৯২৮০৯.২৮	৫৯৭২২.৮০	১৫২৫৩২.০৮
১০	বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের ফৌজদারহাট-সিজিপিওয়াই-এসআরভি-চট্টগ্রাম সেকশন পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত) (৩০-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	১৭-০৪-২০১২	৮৭২২.৪৯	০.০০	৮৭২২.৪৯
১১	বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনসমূহের পুনর্বাসন (পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ (১ম সংশোধিত) (০১-৭-২০০৯ হতে ৩১-১২-২০১৩)	১৯-০৬-২০১২	১৪৯৮৭.৩২	০.০০	১৪৯৮৭.৩২
১২	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৮০টি ব্রডগেজ বগি ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি ব্রডগেজ বগি ব্রেকভ্যান সংগ্রহ (সংশোধিত ১৬৫টি বিজি বগি ওয়েল ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি বিজি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ)" শীর্ষক প্রকল্প। (০১-০৮-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	০৫-০৭-২০১২	৫৭৫১.১০	১৩৭৮৯.৫৭	১৯৫৪০.৬৭
১৩	ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	০৪-০৬-২০১৩	১৪৩৬০২.৬৭	০.০০	১৪৩৬০২.৬৭
১৪	পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ পুনর্বাসন ও নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। (১-৭-২০১০ হতে ৩০-৬-২০১৪)	১২-০৬-২০১৩	২৯২১৬.৩২	০.০০	২৯২১৬.৩২
১৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)। (১-১-২০১০ হতে ৩১-১২-২০১৩)	১৮-০৬-২০১৩	১৮১৬৩.৯৪	০.০০	১৮১৬৩.৯৪
১৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজশাহী-রোহনপুর বর্ডার এবং আমনুরা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সেকশন পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। (০১-০৭-২০০৭ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৩০-০৬-২০১৩	১৫১৯৯.৭০	০.০০	১৫১৯৯.৭০
	মোট প্রকল্প ব্যয় ঃ		**৪৮৩৯৭৫.৯**	**২৮৬২৬৩.২**	**৭৭০২৩৯.১**

আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রেল যোগাযোগ

আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেল সংযোগ স্থাপন ঃ

রেলপথে কার্গো পরিবহনের ক্ষেত্রে দীর্ঘপথই বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হিসেবে বিবেচিত। ভৌগলিক সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশ রেলওয়ের দীর্ঘপথে কার্গো পরিবহনের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। এ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে রেলপথে মালামাল পরিবহন লাভজনক করার জন্য আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেল সংযোগ স্থাপনের বিকল্প নেই। ট্রান্সএশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক, সার্ক স্টাডি রিপোর্ট, বিমসটেক রিপোর্ট, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ট্রানজিট রুট নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির প্রস্তাবনা এবং অনুমোদিত রেলওয়ের মাস্টার প্ল্যানে প্রস্তাবিত করিডোরসমূহ পর্যালোচনা কালে দেখা যাবে যে, দক্ষিণ এশিয়াতে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক Transport Hub হিসেবে গড়ে ওঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য বাংলাদেশ রেলওয়েতে করিডোর অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

ট্রান্সএশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ঃ

এশিয়া ও ইউরোপ-এর মধ্যে রেল সংযোগ তৈরীর লক্ষ্যে ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ নেটওয়ার্ক মায়ানমার-বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান-ইরান হয়ে তুরস্ক পর্যন্ত সংযুক্ত হবে। এতে কন্টেইনার যোগাযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে যা ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রসারসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সরকার বাংলাদেশকে এশীয় রেলওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে "Intergovernmental Agreement on the Trans-Asian Railway Network" চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ট্রান্সএশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় চারটি করিডোর (নর্দান, সাউদার্ন, আসিয়ান এবং নর্থ-সাউথ) বিদ্যমান।

উক্ত চারটি করিডোর-এর মধ্যে বাংলাদেশ সাউদার্ন করিডোরের নিম্নলিখিত ৩টি রুট-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ
রুট ১ ঃ গেদে (ভারত)-দর্শনা-ঈশ্বরদী-বঙ্গবন্ধু সেতু জয়দেবপুর-টঙ্গী-আখাউড়া-চট্টগ্রাম-দোহাজারী-গুনদুম-মায়ানমার বর্ডার;
- সাব-রুট ১ ঃ টঙ্গী-ঢাকা;
- সাব-রুট ২ ঃ আখাউড়া-কুলাউড়া-শাহবাজপুর;

রুট ২ ঃ সিঙ্গাবাদ (ভারত)-রোহনপুর-রাজশাহী-আব্দুলপুর-ঈশ্বরদী এবং এরপর রুট ১-এর অবশিষ্ট রুট/সাব-রুট;
রুট ৩ ঃ রাধিকাপুর (ভারত)-বিরল-দিনাজপুর-পার্বতীপুর-আব্দুলপুর-ঈশ্বরদী এবং এরপর রুট ১-এর অবশিষ্ট রুট/সাব-রুট।

সার্ক রুট

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে পরিচালিত SAARC Regional Multimodal Transport Study (SRMTS) শীর্ষক সমীক্ষার ভিত্তিতে ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত Negotiated Draft Regional Agreements on Railway এ বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক রেলওয়ে রুটসমূহ নিম্নরূপ ঃ

রুট ১ ঃ লাহোর (পাকিস্তান)-দিল্লী/কলকাতা (ভারত)-ঢাকা (বাংলাদেশ)-মহিশাসন-ইমফাল (ভারত)
রুট ৪ ঃ বীরগঞ্জ (নেপাল)-রক্সল-কাটিহার (ভারত)-রোহনপুর-চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) এবং এর সাথে যোগবানী (নেপাল) ও আগরতলা (ভারত)-এর সংযোগ;
রুট ৬ ঃ বীরগঞ্জ (নেপাল)-রক্সল-সিঙ্গাবাদ (ভারত)-রোহনপুর-রাজশাহী-খুলনা-মংলা বন্দর (বাংলাদেশ) এবং এর সাথে বিরাটনগর (নেপাল)-এর সংযোগ।

উপর্যুক্ত প্রস্তাবিত রুটসমূহ ছাড়াও ভারতে অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলন পাইলট প্রকল্প এবং উপ-আঞ্চলিক প্রকল্প হিসেবে নিম্নোক্ত রুটসমূহের প্রস্তাব করা হয়েছে ঃ

রুট ১ : বীরগঞ্জ (নেপাল)-রক্সল-কাটিহার (ভারত)-রোহনপুর-চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) এবং এর সাথে যোগবানী (নেপাল) ও আগরতলা-এর সংযোগ (এবং সার্ক রুট-৪ এবং বিম্সটেক রুট-৩)
রুট ২ : আগরতলা-আখাউড়া-চট্টগ্রাম পোর্ট।

বিম্সটেক রুট ঃ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে ২০০৭ সালে পরিচালিত BIMSTEC Transport Infrastructure and Logistics Study (BTILS) শীর্ষক সমীক্ষায় নিম্নোক্ত আঞ্চলিক রেলওয়ে রুটসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

রুট ১ : লাহোর (পাকিস্তান)-দিল্লী/কলকাতা (ভারত)-ঢাকা (বাংলাদেশ)-মহিশাসন-ইমফাল (ভারত);
রুট ২ : বীরগঞ্জ (নেপাল)-রক্সল-হলদিয়া/কলকাতা (ভারত);
রুট ৩ : বীরগঞ্জ (নেপাল)-রক্সল-কাটিহার (ভারত)-রোহনপুর-চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) এবং এর সাথে যোগবানী (নেপাল) ও আগরতলা (ভারত)-এর সংযোগ;
রুট ৪ : কলম্বো (শ্রীলঙ্কা)-চেন্নাই (ভারত)

উপর্যুক্ত রুটসমূহের মধ্যে রুট - ১ এবং ৩ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে গেছে।

ট্যারিফ কমিশনের কোর কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত ট্রানজিট রুট ঃ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ট্রানজিট রুট নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির প্রস্তাবিত ট্রানজিট রুটসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ভারতের সাথে ট্রানজিট ঃ

রুট ১ : শিলচর-মহিশাসন/শাহবাজপুর-ঢাকা-বঙ্গবন্ধু সেতু-দর্শনা/গেদে-কলকাতা;
রুট ২ : শিলচর-মহিশাসন/শাহবাজপুর-চট্টগ্রাম পোর্ট;
রুট ৩ : আগরতলা-আখাউড়া-ঢাকা-বঙ্গবন্ধু সেতু-দর্শনা/গেদে-কলকাতা;
রুট ৪ : আগরতলা-আখাউড়া-চট্টগ্রাম পোর্ট;
রুট ৫ : আগরতলা-আখাউড়া-ঢাকা-পদ্মা সেতু-বেনাপোল/পেট্রাপোল-কলকাতা;
রুট ৬ : কলকাতা-পেট্রাপোল/বেনাপোল-খুলনা-মংলা পোর্ট

নেপালের সাথে ট্রানজিট ঃ

রুট ১ : রক্সল-বীরগঞ্জ-কাটিহার-সিঙ্গাবাদ/রোহনপুর-খুলনা-মংলা পোর্ট;
রুট ২ : যোগবানী, বিরাটনগর-রাধিকাপুর/বিরল-পার্বতীপুর-খুলনা-মংলা পোর্ট;

ভূটানের সাথে ট্রানজিট ঃ

রুট ১ : হাশিমারা-হলদিবাড়ী/চিলাহাটি-পার্বতীপুর-খুলনা-মংলাপোর্ট।

বর্ণিত দীর্ঘ রুটসমূহে রেলওয়েতে কার্গো পরিবহনের জন্য কারিগরি ও আর্থ-সামাজিক বিষয়াদির নিরিখে রেলওয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা করা হবে ঃ

- ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোর অপারেশনের ক্ষেত্রে কন্টেইনার পরিবহনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান;
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রুটগুলিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন;
- পর্যায়ক্রমে সমগ্র রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে ডুয়েলগেজ স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীতকরণ;
- গুরুত্বপূর্ণ করিডোরসমূহের দূরত্ব হ্রাসে ঢাকা-কুমিল্লা কর্ডলাইন, পদ্মা সেতু সংযোগ রেল লাইন, বগুড়া-জামতৈল ইত্যাদি রেলপথ নির্মাণ;
- নতুন লোকোমোটিভ ও অন্যান্য রোলিংস্টক সংগ্রহ করা ইত্যাদি।

লাকসাম হতে আখাউড়া এবং কুলাউড়া হয়ে শাহবাজপুর পর্যন্ত রেলপথ উন্নয়ন ও ডুয়েলগেজ স্থাপন

বাংলাদেশ ট্রান্সএশিয়ান রেলওয়ে ও আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ নির্মাণ করে বন্ধ ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টটি পুনরায় চালু করা জরুরি। লাকসাম-আখাউড়া এবং কুলাউড়া-শাহবাজপুর-মহিশাসন সেকশন দুটি একাধারে ট্রান্সএশিয়ান রেলওয়ে রুট, সার্ক স্টাডি রিপোর্ট প্রস্তাবিত রুট, বিম্সটেক কর্তৃক প্রস্তাবিত রুট এবং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কোর কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত ট্রানজিট রুটের অন্তর্গত।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ দুটি সেকশনের উন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে আখাউড়া-লাকসাম সেকশনে ৭২ কিলোমিটার ডাবল লাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেকশনের মানোন্নয়নের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, বিশদ ডিজাইন ও টেন্ডারিং সেবা কার্যক্রম চলমান আছে। সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্নের পর ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে।

তাছাড়া ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনটি চালু করার লক্ষ্যে একনেক-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক "বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পটি ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কুমিল্লা-ঢাকা সেকশনে একটি নতুন সংযোগ স্থাপন

বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সাথে ঢাকার বাণিজ্যিক যোগাযোগ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রেলপথের মাধ্যমে ঢাকার সাথে চট্টগ্রামের যোগাযোগ নিরাপদ, আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী করার জন্য ঢাকা হতে কুমিল্লা-লাকসাম পর্যন্ত কর্ড লাইন নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কর্ড লাইন নির্মাণ করা হলে ঢাকা হতে চট্টগ্রামের দূরত্ব প্রায় ৮০ কিলোমিটার কমবে এবং ভ্রমণ সময় প্রায় ৩ ঘন্টা হ্রাস পাবে। উক্ত কর্ড লাইন নির্মাণের আনুমানিক ব্যয় ১,৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাস্তবায়নের মেয়াদ ৫ বছর ধরা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কার্যক্রমটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের (পিপিপি) মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে বৈদেশিক সাহায্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে একটি চাইনিজ প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং পিডিপিপি ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাও চলমান রয়েছে।

ঢাকার সাথে দক্ষিণাঞ্চলের রেল সংযোগ স্থাপন

ঢাকা থেকে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে জাজিরা হয়ে যশোর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণের জন্য এডিবি'র অর্থায়নে সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ঢাকা হতে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে ভাঙ্গা পর্যন্ত ডিটেইল্ড ডিজাইন ও টেন্ডারিং সার্ভিসের কাজ সম্পন্ন হবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাঙ্গা থেকে যশোর পর্যন্ত সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে রাজবাড়ীর পাচুরিয়া থেকে ফরিদপুর হয়ে ভাঙ্গা পর্যন্ত রেলসংযোগ নির্মাণ প্রায় শেষ পর্যায়ে। পদ্মা সেতু রেললিংকের প্রথম পর্যায়ে প্রস্তাবিত ঢাকা-ভাঙ্গা সেকশনটি বিদ্যমান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হবে। পদ্মা সেতুর সাথে সম্পর্কিত নিম্নোক্ত নতুন রেললাইনগুলো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে ঃ

ঢাকা-মাওয়া-পদ্মা সেতু-জাজিরা-ভাঙ্গা পর্যন্ত নতুন রেললাইন নির্মাণ

পদ্মা সেতু রেলসংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ঢাকা-মাওয়া-পদ্মা সেতু-জাজিরা-ভাঙ্গা পর্যন্ত প্রায় ৮৩ কিলোমিটার নতুন রেল লাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, বিশদ ডিজাইন ও টেন্ডারিং সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে- যা নির্মাণাধীন পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেললাইনের সাথে ভাঙ্গা'তে মিলিত হবে। ভাঙ্গা হতে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে মাওয়া পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের মাধ্যমে পদ্মা সেতু চালুর দিন থেকেই রেল যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে পদ্মাসেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের ডিপিপি প্রনয়ন করে ২৪/০৩/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা-জাজিরা নতুন রেল লাইন নির্মিত হলে রেল লাইনটিকে জাজিরা থেকে গোয়ালন্দের সাথেও সংযোগ করা সম্ভব হবে। পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে ঢাকা-ভাঙ্গা-যশোর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাঙ্গা-নড়াইল-যশোর রেললাইন নির্মাণের শুধুমাত্র সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে।

ভাঙ্গা-বরিশাল নতুন রেললাইন নির্মাণ

দেশের শস্য ভান্ডার নামে খ্যাত বরিশালে এ পর্যন্ত কোন রেলওয়ে সংযোগ নির্মিত হয়নি। ভাঙ্গা হতে মাদারীপুর হয়ে প্রায় ১০০ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপন করা হলে বরিশালের সাথে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সহজতর হবে। তাছাড়া বিভিন্ন শস্য, কল-কারখানার উৎপাদিত মালামাল রেলপথে পরিবহন করা হলে পরিবহন ব্যয়ও হ্রাস পাবে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ঢালারচর এবং রাজবাড়ী রেলসংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে পদ্মা নদীর ওপর রেল সেতু নির্মাণ

ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত প্রায় ৭৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ লাইনের ঈশ্বরদী-পাবনা অংশে প্রায় ২৫ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র গত ০৬-১১-২০১২ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের পর পাবনা থেকে ঈশ্বরদী হয়ে চাটমোহর পর্যন্ত রেল যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে পদ্মা নদীর ওপর একটি রেল সেতু নির্মাণের মাধ্যমে ঢালারচর হতে রাজবাড়ী জেলায় বিদ্যমান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ করা সম্ভব হবে। উক্ত সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প মোট প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তবে বৃহৎ প্রকল্প হিসাবে প্রথমে সম্ভাব্যতা যাচাই করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

মংলা থেকে খুলনা-যশোর-দর্শনা-পোড়াদহ-ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর-সান্তাহার-পার্বতীপুর-চিলাহাটি হয়ে হলদিবাড়ী পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ

মংলা থেকে খুলনা রেল সংযোগ

খুলনা হতে মংলা সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত প্রায় ৬৫ কিলোমিটার নতুন ব্রডগেজ সিঙ্গেল লাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইন-এর আওতায় ফিজিবিলিটি স্টাডিসহ রেলপথ নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ ডিজাইনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। নির্মাণ কাজের ঠিকাদার নিয়োগের জন্য দরপত্র মূল্যায়নাধীন আছে।

খুলনা-যশোর-দর্শনা

খুলনা-যশোর-দর্শনা পর্যন্ত ১২৬ কিলোমিটার ব্রডগেজ ডাবল নির্মাণের লক্ষ্যে প্রায় ১,৭০২ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে উক্ত সেকশনে অপারেশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিসহ অধিক সংখ্যক যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন চালু করা সম্ভব হবে। তাছাড়া স্বল্প সময় ও নিরাপদে বিভিন্ন পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ সাধারণ জনগণের নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণ সহজতর হবে।

দর্শনা-পোড়াদহ-ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর এবং আব্দুলপুর-সান্তাহার-পার্বতীপুর

দর্শনা-পোড়াদহ-ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর পর্যন্ত ব্রডগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ বিদ্যমান রয়েছে। খুলনা-পাবর্তীপুর করিডোরের অবশিষ্ট সেকশনসমূহ পর্যায়ক্রমে ব্রডগেজ ডাবল লাইনে উন্নীত করা হবে।

পার্বতীপুর-সৈয়দপুর-চিলাহাটি

মংলা-খুলনা-যশোর-দর্শনা এবং আব্দুলপুর-পার্বতীপুর লাইনসমূহ পর্যায়ক্রমে ডাবল লাইনে উন্নীত করার পর পার্বতীপুর-সৈয়দপুর-চিলাহাটি পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যমান সিঙ্গেল লাইন সেকশনটি পুনর্বাসন করে দ্রুতগতিতে আরো বেশী সংখ্যক ট্রেন চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর অংশ হিসেবে মেইন লাইনসমূহের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশনের পুনর্বাসন কাজ শেষ হয়েছে।

চিলাহাটি-হলদিবাড়ী

১৯৬৫ সাল হতে চিলাহাটি-হলদিবাড়ী রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে। চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রেলরুটটি ব্যবহার করলে ব্রডগেজ ট্রেনযোগে বাংলাদেশের ব্রডগেজ সেকশনের মংলা পোর্ট বা অন্য কোথাও হতে আগত মালামাল সরাসরি ব্রডগেজে ভারত এবং ভুটানের বর্ডার স্টেশন হাশিমারা পর্যন্ত প্রেরণ করা যাবে। বাংলাদেশ অংশে চিলাহাটি হতে চিলাহাটি বর্ডার পর্যন্ত প্রায় ৭.৫ কিলোমিটার রেলপথ পুনর্বাসনের মাধ্যমে এ সেকশন পুনরায় চালু করা সম্ভব। ভারতীয় অংশে চিলাহাটি বর্ডার হতে হলদিবাড়ি পর্যন্ত রেলপথ চালুর লক্ষ্যে দু'দেশের মধ্যে অপারেটিং চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে এ রুটে আন্তঃদেশীয় রেলওয়ে সংযোগ পুনঃস্থাপিত হবে। পরবর্তীতে এ সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

যশোর থেকে বেনাপোল, আব্দুলপুর থেকে রোহনপুর এবং পার্বতীপুর থেকে রাধিকাপুর পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ

যশোর থেকে বেনাপোল, আব্দুলপুর থেকে রোহনপুর এবং পার্বতীপুর থেকে রাধিকাপুর পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশ রেলওয়ের উক্ত সেকশনে অপারেশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিসহ অধিক সংখ্যক যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন চালু করা সম্ভব হবে। তাছাড়া স্বল্প সময় ও নিরাপদে পাথর, কয়লা, বিভিন্ন খাদ্যশস্য, জ্বালানি তেল ইত্যাদি মালামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ সাধারণ জনগণের নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণ সহজতর হবে।

যশোর থেকে বেনাপোল

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ চালুর পরিকল্পনা হিসেবে যশোর থেকে বেনাপোল পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

আব্দুলপুর থেকে রোহনপুর

আব্দুলপুর থেকে রোহনপুর সেকশনে পর্যায়ক্রমে ডাবল লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। বিদ্যমান রোহনপুর-রাজশাহী সিঙ্গেল লাইন সেকশনের ট্র্যাকের অবস্থা খারাপ হওয়ায় সেকশনটি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে রাজশাহী-রোহনপুর বর্ডার এবং আমনুরা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সেকশনসমূহের পুনর্বাসন কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

পার্বতীপুর থেকে রাধিকাপুর

ভারতীয় অংশের রেললাইন রাধিকাপুর পর্যন্ত মিটারগেজ হতে ব্রডগেজ রূপান্তর করায় এবং বাংলাদেশ অংশের রেললাইন মিটারগেজ থাকায় ২০০৫ হতে এই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। বিরল-রাধিকাপুর সেকশন পুনরায় চালুর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অংশে পার্বতীপুর হতে বিরল পর্যন্ত মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজ এবং বিরল হতে বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সেতুর পার্শ্বে ডুয়েলগেজ বিশিষ্ট পৃথক রেলসেতু নির্মাণ

বঙ্গবন্ধু সেতু চালু হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশ ভৌগলিকভাবে যমুনা নদী দ্বারা দুটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। সড়ক ও রেলওয়ের ফেরিই ছিল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের পর দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। বর্তমানে এ সেতু দিয়ে দৈনিক গড়ে ২৬টি ট্রেন চলাচল করছে। সেতুর ওপর ট্রেনের গতি সর্বোচ্চ ২০ কিলোমিটার-এর কারণে সেতুর সমান্তরাল ডুয়েলগেজ বিশিষ্ট একটি পৃথক রেল সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। দেশের মধ্যে অবাধ মালামাল ও যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল ছাড়াও আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে পৃথক রেল সেতুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উল্লেখ্য, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর সাবরিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় "বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরাল যমুনা নদীর ওপর ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন সংস্থাপনসহ রেলসেতু নির্মাণ" এবং "জয়দেবপুর-ঈশ্বরদী সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ" কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান আছে। এছাড়া, পৃথক রেলসেতু নির্মাণ প্রকল্পটি বৃহৎ হওয়ায় এবং স্থানীয় সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকায় প্রকল্পটি

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের (পিপিপি) মাধ্যমে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন আছে। পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অর্থায়নের উৎস সংগ্রহের কার্যক্রমও চলমান রয়েছে।

কালুরঘাটে কর্ণফুলী নদীর ওপর ২য় রেল-কাম-রোড সেতু নির্মাণ

চট্টগ্রামের কালুরঘাটে কর্ণফুলী নদীর ওপর বিদ্যমান ২৩৯ মিটার দীর্ঘ রেল-কাম-রোড সেতুটি ১৯৩০ সালে শুধু রেলসেতু হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে সেতুটিতে স্টীল ট্র্যাপ প্লেট স্থাপন করে সাময়িকভাবে সড়কযান চলাচলের উপযোগী করা হয়। বিগত ৫০ বছর ধরে উক্ত সেতুর ওপর দিয়ে সড়ক যান চলাচল করে আসছে। বাংলাদেশ Trans Asian Railway Network স্থাপনের অংশ হিসেবে মায়ানমারের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার পর্যন্ত রেল ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে গুনদুম পর্যন্ত মিটারগেজ সিঙ্গেল রেলওয়ে লাইন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমটি চলমান থাকলেও চট্টগ্রাম এবং দোহাজারীর মধ্যে সেতু যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন করা না হলে পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার-এর সাথে রেল যোগাযোগ আকর্ষণীয় করা সম্ভব হবেনা। তাই চট্টগ্রাম হতে দোহাজারী পর্যন্ত নিরাপদ ও দ্রুত ট্রেন চলাচল নিশ্চত করার লক্ষ্যে জরাজীর্ণ (ইকোনমি লাইফ অতিক্রান্ত) বিদ্যমান সেতুর পাশেই আরেকটি সেতু নির্মাণ করার জন্য কালুঘাটে কর্ণফুলী নদীর ওপর ২য় রেল-কাম-রোড সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্যতা সমীক্ষার চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে এবং তার ভিত্তিতে ডিপিপি প্রনয়ন করে ইডিসিএফ অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।

বগুড়া হতে জামতৈল পর্যন্ত নতুন রেলপথ নির্মাণ

রংপুর বিভাগ ও বৃহত্তর বগুড়া জেলাসহ ১০টি জেলার জনসাধারণকে বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর দিয়ে ট্রেনযোগে ঢাকায় আসার জন্য ঈশ্বরদী হয়ে দীর্ঘপথ ঘুরে আসতে হয়। এতে সময় ও অর্থের অপচয় হয়। এই সময় ও অর্থ অপচয় রোধে উত্তরবঙ্গের সাথে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো দ্রুতগামী করার লক্ষ্যে বগুড়া হতে সিরাজগঞ্জ রায়পুরা হয়ে সদানন্দপুর পর্যন্ত নতুন মিটারগেজ রেল লাইন নির্মাণ করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের সময় বগুড়া হতে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত প্রস্তাবিত রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য সার্ভে করা হয়েছিল। কিন্তু অর্থায়নের অভাবে উক্ত কার্যক্রমটি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। উক্ত কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হলে রাজধানী ঢাকা হতে রেলপথে বগুড়ার প্রায় ১১২ কিলোমিটার পথ কমে যাবে। ফলে ঢাকা হতে লালমনিরহাট পর্যন্ত যাতায়াতে প্রায় ৩ ঘন্টা সময় সাশ্রয় হবে এবং সড়ক পরিবহনের ওপরে চাপ অনেকাংশে কমে যাবে। এছাড়াও শস্য, পাথর, কয়লা সার, তেল এবং ভারত হতে আমদানিকৃত বিভিন্ন মালামাল এ পথে উত্তরবঙ্গ হয়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবহন সহজতর ও সাশ্রয়ী হবে।

সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন

প্রস্তাবিত রেলপথ পুনর্বাসন ও নির্মাণ কাজে সিগন্যালিং ব্যবস্থার সংযোজন ও আধুনিকীকরণের কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তাছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ২০০৯ সাল থেকে জুন'২০১৫ সালের মধ্যে ৩৯টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং সপ্তম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে আরও ৮১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে।

লেভেল ক্রসিং গেট-এর মানোন্নয়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ রেল ক্রসিং-এর ওপর ফ্লাইওভার নির্মাণ

বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৮৭৭.১০ কিলোমিটার রেলপথে অনুমোদিত ১৪১২টি ও অননুমোদিত ১০৮৩টি অর্থাৎ মোট ২৪৯৫টি রেল ক্রসিং আছে। নিরাপদ যান চলাচলের স্বার্থে লেভেল ক্রসিংসমূহ আপগ্রেডেশন এবং প্রয়োজনীয় গেটম্যান নিয়োগ অতীব জরুরী। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের লেভেল ক্রসিং গেইটসমুহের মানোন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজধানী ঢাকা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে গ্রেড সেপারেশনের প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে রেলপথের ওপর দিয়ে ফ্লাইওভার / ওভারপাস নির্মাণ করা হবে।

পর্যটন কেন্দ্রসমূহে রেল সংযোগ স্থাপন

বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রী সেবার পরিধি বৃদ্ধি করে দেশি-বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে দেশের পর্যটন কেন্দ্রসমূহের সাথে পর্যায়ক্রমে রেল সংযোগ স্থাপনে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে কক্সবাজার, কুয়াকাটা, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছরি ও শেরপুরকে রেল নেটওয়ার্ক-এর আওতায় আনা হবে।

জরাজীর্ণ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ লোকোমোটিভ কোচ ও ওয়াগন মেরামত / প্রতিস্থাপন / সংগ্রহ

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন রুটে লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য ডাবল লাইন নির্মাণ, ডুয়েলগেজে রূপান্তর এবং নতুন রেলপথ সংযোগ করা হলে উক্ত সেকশনে নতুন নতুন ট্রেন পরিচালনার জন্য রোলিংস্টক যথা : লোকোমোটিভ, যাত্রীবাহী কোচ ও মালবাহী ওয়াগন মেরামত ও প্রতিস্থাপন এবং সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে 'রূপকল্প-২০২১' অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়েতে ২০২১ সালের মধ্যে ২৬১ টি (১৭৬টি এমজি ও ৮৫টি বিজি) নতুন লোকোমোটিভ, ৯০০টি (৬০০টি এমজি ও ৩০০টি বিজি) যাত্রীবাহী কোচ ও ৩৪০৩টি নতুন ওয়াগন সংগ্রহ এবং ২৬৩টি পুরাতন লোকোমোটিভ, ১১০৬টি পুরাতন যাত্রীবাহী কোচ ও ১৮৭৭টি পুরাতন ওয়াগন পুনর্বাসনের পরিকল্পনা রয়েছে।

ঘাটতি লোকবল পূরণ

বাংলাদেশ রেলওয়েতে বর্তমানে মঞ্জুরীকৃত ৪০,২৬৪ পদের মধ্যে ১৫,১৭২টি পদ শূন্য রয়েছে যা অবিলম্বে পূরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া রেলপথ সম্প্রসারণের সাথে সাথে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নতুন পদ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

রেলওয়ে অপারেশন ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম আধুনিকীকরণ

বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি আধুনিক রেলওয়েতে রূপান্তরের জন্য বিদ্যমান অপারেশন ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। ট্রেন পরিচালনা গতিশীল করার লক্ষ্যে কম্পিউটার বেইজ্ড অটোমেটিক ট্রেন অপারেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বিদ্যমান ৭টি কন্ট্রোল রুমের আধুনিকায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্গো পরিবহন ব্যবস্থা উন্নতকরণের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ওয়াগন কন্ট্রোল সিস্টেম আধুনিকীকরণের জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বাণিজ্যিক কার্যক্রম অধিকতর সেবামুখী করার লক্ষ্যে বর্তমানে চলমান কম্পিউটারাইজ্ড সীট রিজার্ভেশন ও টিকেটিং সিস্টেমকে সম্প্রসারণ পূর্বক আধুনিকীকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে টিকেট পাঞ্চিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

নতুন রেল লাইন নির্মাণ কাজে রেল জয়েন্ট ওয়েল্ডিংকরণ।